আজকাল

www.aajkaal.in কলকাতা ১৬ বৈশাখ ১৪২৩ শুক্রবার ২৯ এপ্রিল ২০১৬ শহর সংস্করণ ** ৪.০০ টাকা • ১২ পাতা

আজকাল কলকাতা শুক্রবার ২৯ এপ্রিল ২০১৬

ইনোভেশন ও চ্যালেঞ্জ ২০১৬। মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার। ছবি: দীপক গুপ্ত

এক সে এক

আজকালের প্রতিবেদন: অফিসে বসেই মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে জানতে পারা যাবে বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মায়ের হার্টবিট। একটা রিস্ট ব্যান্ড থেকেই জানা যাবে সব কিছু। কেউ করেছে হার্টবিট রেট মনিটরিং মেশিন তো কেউ করেছে অন্ধদের জন্য অ্যালার্মিং লাঠি। এরকমই নতুন নতুন ভাবনার নানারকম প্রজেক্ট নিয়ে এসেছেন মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পড়ুয়ারা। ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে দুদিনের 'ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০১৬' প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক তীর্থঙ্কর দত্ত জানান, এ ধরনের প্রতিযোগিতা এই কলেজে প্রথম ঠিকই। তবে আমরা পড়ুয়াদের সবসময় উৎসাহ দিয়ে থাকি নতুন কিছু করার। সমাজের, মানুষের কাজে লাগবে এমন কিছু করার জন্য জোর দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের মধ্যেও উৎসাহ রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রছাত্রীরা হাতেকলমে নিজেরা কিছু করতে চান। এই প্রতিযোগিতায় ৫টি বিভাগ থেকে ২৫টি গ্রুপে ৮৪ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছেন। এরমধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়ারাও রয়েছেন। প্রতিটি গ্রুপই আধুনিক প্রযুক্তিকে দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে কাজ লাগানো যায় তা নিয়ে প্রজেক্ট তৈরি করেছেন। প্রতিযোগিতার ৬ সদস্যের বিচরকমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন অ্যাটস ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজর্ষি চ্যাটার্জি, সিমেন্সের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার এন চক্রবর্তী, আই টি সি লিমিটেডের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার এস এন মুখার্জি, নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডিন অধ্যাপক এস ভট্টাচার্য, শুভব্রত ভট্টাচার্য এবং অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর্স থেকে সাকেত আগরওয়াল। বিজয়ী দলকে ১৮ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। রেজিস্ট্রার জয়শ্রী দাসের বক্তব্য, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু করার ইচ্ছে থাকে। তাদের সেই ইচ্ছেকে উৎসাহ দিতেই এই উদ্যোগ।